দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সাক্ষরতা দিবসে প্রেসিডেন্ট

সৃজনশীল মেধাবী জাতি গঠনে মিলিত চেষ্টা দরকার

প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস একটি সৃজনশীল, মেধাবী, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিগঠনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিতভাবে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চালানোর জন্য ধর্ম, বর্ণ ও মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস বলেন, জীবনকে উদ্দীপ্ত ও বিকশিত করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা এবং তাই এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমাদের সকলের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস বৃহস্পতিবার আন্ত-র্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ আয়োজিত বাংলাদেশের উন্নয়নে সবার আগে শিক্ষা শীর্ষক আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।খবরবাসস'র।

তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) সাবেক চেয়ারম্যান এসএম আল হোসাইনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। অন্যান্যের মধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আজিজুল হক শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন এবং ডেইলী স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনাম আলোচনায় অংশ নেন। সমন্বিত অনা-নুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর নির্বাহী পরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব এমএম শামসুল আলমও এ উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্বলনের মাধ্যমে একটি গতিশীল সমাজ গড়ার জন্য আমাদের আবারও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা উচিত।

প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতির নতুন পথ উন্মোচনে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

নাজমুল হুদা

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, জাতীয় অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্য শিক্ষা প্রসারের বিকল্প নেই।

জনাব নাজমুল হুদা বলেন, আমরা যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি তখন বিশ্বের অন্য অংশ আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান এবং শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে সভ্যতা ও উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে গেছে।

তিনি বলেন, আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুত হতে হবে এবং একমাত্র সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার মাধ্যমেই তা সম্ভব। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, বর্তমান সরকার সকলের দোরগোড়ায় শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, 'আমাদের বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন।'

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতি পুরোপুরি বিলোপ করে তার পরিবর্তে স্বাধীন জাতির জন্য একটি সময়োপযোগী ও লাগসই শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, দক্ষ জনশক্তি গড়তে না পারলে আমাদের জাতীয় জীবনের যে কোন স্তরে সাফল্য লাভ করার পথ নেই। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণেই নয়, আগামী দুই হাজার সালের মধ্যে দেশে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী'র লক্ষ্য অর্জনেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ব্যারিস্টার হুদা বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, নিরক্ষরতার অভিশাপ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস দেশে শিক্ষাখাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এছাড়া আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপ-লক্ষে দেশের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন সভা সমিতি, র‍্যালী ও সেমিনারের আয়োজন করে।

গুলবাগে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন এবং দি ইনস্টিটিউট অব রুরাল জার্নালিস্ট (আইআরজে) যৌথভাবে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস '৯৪ উদযাপন উপলক্ষে ইউসেপ ঢাকা বিভাগ-১ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ হানিফ শোভাযাত্রার উদ্বোধন ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ইউসেপ ঢাকা বিভাগ-১ এর পাঁচটি বিদ্যালয়ের প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী (শ্রমজীবী শিক্ষার্থী) কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।